ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 57 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২১৩ ● কলকাতা ● ২০ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৬ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 21

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐ জলের প্রবাহে এক সমান তাল আছে, ঐ তালের উপর নিজের চিত্ত রাখ। ঐ ঝরণার প্রবাহতে এক সুর আছে, তাকে চেন। ঐ সঙ্গীত শোন, তার সঙ্কেত শোন। আর প্রবাহমান ঝরণার জলের আওয়াজ নিজের ভিতর অনুভব কর, তাহলে গভীরে নামার পর তোমার মনে হবে ঐ ঝরণা ও জল বাইরে নয়, তোমার ভিতরই কোথাও বইছে। তোমার মনের উপর ঐ আওয়াজের কি প্রভাব পড়ে, তা অনুভব কর। এখন বিচার কর, এই জলের উদ্ভব কোথা থেকে হয়ে থাকবে এবং এই জল কোন রাস্তা দিয়ে এসে থাকবে? আর কোন কোন জঙ্গল দিয়ে এসেছে? **ক্রমশঃ**

বিহারের পর বাংলায় এবার SIR, বিজ্ঞপ্তি জারি নির্বাচন কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়া দিল্লি: বিহারের পর বাংলাতেও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে এই বিষয়ে জানিয়েছে। রাজ্যের নির্বাচন আধিকারিকদের ভোটার তালিকার একটি বিশেষ নিবিড় সংশোধন পরিচালনা করতে বলেছে।বিহারে রাজনৈতিক দলগুলির নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও সাধারণ ভোটাররা ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কমিশনে প্রাপ্ত ১,৯২৭টি অভিযোগ এবং ১০,৯৭৭টি আবেদন প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষ তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন। এই আবেদনগুলি মূলত নতুন ভোটার যুক্ত করা, ভুল নাম বাতিল এবং ভোটার তালিকায় সংশোধন সম্পর্কিত। রাজনৈতিক দলগুলির এই নীরবতা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে বিরোধী দলগুলির প্রায় ৬০,০০০ বুথ স্তরের এজেন্টরা এখনও ভোটার তালিকায় কোনও আপত্তিকর

এরপর ৩ পাতায়

গ্রাহকদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এসুস তাদের এক্সক্লুসিভ স্টোরগুলিতে ড্রপ জোন পরিষেবা চালু করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা, জুলাই 2025: গ্রাহকদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য, তাইওয়ানের টেক জায়ান্ট এসুস আজ এসুস এক্সক্লুসিভ স্টোরগুলিতে তাদের ড্রপ জোন উদ্যোগটি উন্মোচন করেছে, যার ফলে গ্রাহকরা ডেডিকেটেড সার্ভিস সেন্টারে না গিয়ে মেরামতের জন্য তাদের ল্যাপটপ এই ড্রপ জোনে দিতে পারবেন। এটি আরও বেশি সুবিধা প্রদান করে এবং গ্রাহকদের তাদের ডিভাইসের সাথে ন্যূনতম ব্যাঘাতের সাথে সংযুক্ত রাখে।

এসুস ইন্ডিয়া ভারতের অন্যতম বিস্তৃত বিক্রয়োত্তর নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রাহকরা 200 টিরও বেশি স্ট্র্যাটেজিকালি অবস্থিত পরিষেবা কেন্দ্র, 14900+ পিন কোড জুড়ে অন-সাইট হোম সাপোর্ট এবং দেশব্যাপী 761টি জেলায় কভারেজের সুবিধা পাবেন। এসুস তার ওমনি-চ্যানেল ডিজিটাল হেল্পডেস্ক যেমন কল, চ্যাট, ইমেল এবং রিমোট ট্রাবলশুটিং এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করে, অন্যদিকে মাইএসুস অ্যাপ এবং ডেডিকেটেড ইউটিউব চ্যানেলের মতো সেলফ সার্ভিস প্ল্যাটফর্মগুলি ইউসারদের যেকোনো সময় এবং যেকোনো জায়গায় স্বাধীনভাবে সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা দেয়।

দিল্লি, কলকাতা, নাগপুর, মুম্বাই এবং কোয়েম্বাটোর (তিরুপুর) সহ গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলিতে যাত্রা শুরু করে, এই প্রাথমিক প্রবর্তনটি প্রধান শহরগুলিতে বিস্তৃত এবং নতুন উদীয়মান আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি যুক্ত করছে।

এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, এসুস ইন্ডিয়ার সিস্টেম বিজনেস গ্রুপের কনজিউমার এবং গেমিং পিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট, মিস্টার আর্নল্ড সু বলেন, "এসুস এ, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে অসাধারণ প্রোডাক্ট এক্সপেরিয়েন্স কেবল উদ্ভাবনী ডিজাইন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বাইরেও বিস্তৃত। এই কারণেই আমাদের প্রতিশ্রুতি ক্রয়ের বিষয়বস্তু ছাড়িয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত, নিরবচ্ছিন্ন, অতুলনীয় বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করে যা প্রতিটি ব্যবহারকারীকে ক্ষমতায়িত রাখে। ড্রপ জোন উদ্যোগের মাধ্যমে, আমরা গ্রাহকদের জন্য সহজে অ্যাক্সেসের মাধ্যমে তাদের ল্যাপটপগুলিকে সর্বোচ্চ অবস্থায় রাখা আগের চেয়ে আরও সহজ করে তুলছি।"

ড্রপ জোন রোলআউটের পাশাপাশি, এসুস ইন্ডিয়া পুনেতে গ্রাহকদের জন্য একটি পরিষেবা শিবিরও চালু করেছে যারা আমাদের সম্প্রদায়কে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার জন্য এবং আরও বেশি মানসিক শান্তি প্রদান করার জন্য অন-সাইট ডায়াগনস্টিকস এবং বিশেষজ্ঞ নির্দেশিকা প্রদান করে।

CHANGE OF NAME

Bijoy mallick s/o Kamal Mallick residing at Apurbo Nagar, P.O. Natagarh, P.S. Ghola, Dist. North 24 Pgs., Kolkata - 700113 have changed my name shall henceforth be known as Bijoy Mallik as declared before the First Class Judicial Magistrate at Barrackpore Court, Dist. North 24 Pgs. Vide Affidavit No. 36AA 598253 13/05/2025 **Bijoy Mallick** and **Bijoy Mallik** both are same and idantical.

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুর

হরেকৃষ্ণ মন্ডল

কোচবিহারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।সেই সঙ্গে শুভেন্দুর কনভয়ে থাকা পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়।পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে মঙ্গলবার কোচবিহারে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে আগে থেকেই কালো পতাকা নিয়ে

খাগড়াবাড়িতে জমা হয়েছিলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। শুভেন্দুর কনভয় ঢুকতেই লাঠি দিয়ে আঘাতের পাশাপাশি পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। শুভেন্দু যে গাড়িতে ছিলেন সেই গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে যায়। পাশাপাশি পুলিশের গাড়িও ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ। এরপর সেই কনভয় পৌঁছায় বিজেপির জেলা কার্যালয়ে।

(১ম পাতার পর)

বিহারের পর বাংলায় এবার SIR, বিজ্ঞপ্তি জারি নির্বাচন কমিশনের

নাম খুঁজে পাননি। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন সকল দল এবং নাগরিকদের কাছে ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল করার জন্য সহযোগিতা করার আবেদন জানিয়েছে। কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার আগে সকল দলকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হবে।

সংশোধনের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। SIR প্রক্রিয়ার অধীনে নীতীশের রাজ্যে ১ অগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার পর বিহারের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে। এদের বেশিরভাগই এমন ভোটার যারা আর এই পৃথিবীতে নেই। এমন ভোটারও রয়েছেন যারা স্থায়ীভাবে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছেন। এমন কিছু ভোটারও আছেন যাদের নাম একাধিক নির্বাচনী এলাকায় রয়েছে। তবে, বিরোধীরা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরোধিতা করছে এবং এটিকে বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশনের ভোট চুরি বলে অভিহিত করছে।

বিহারে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে একটিও আপত্তি বা পরামর্শ নথিভুক্ত করা হয়নি। অন্যদিকে, সাধারণ ভোটাররা ভোটার তালিকা সংশোধনে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে ১,৯২৭টি মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলাগুলি তালিকায় যোগ্য ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি এবং অযোগ্য ভোটারদের অপসারণের সঙ্গেও সম্পর্কিত। ১০,৯৭৭টি আবেদনপত্র ফর্ম-৬ এর অধীনে নতুন ভোটার যোগ করা, বাদ দেওয়া এবং অন্যান্য ঘোষণাপত্র সম্পর্কিত।

রাজ্যে ভোটার নামের তালিকায় বড়সড় গলদ

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে বড়সড় গলদ ধরা পড়ল। যে চার অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নির্বাচন কমিশন। বারুইপুর পূর্বের ইআরও দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, বারুইপুর পূর্বের এইআরও তথাগত মণ্ডল ও ময়নার এইআরও সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। সুরজিৎ হালদার নামে ডাটা এন্টি অপারেটরের বিরুদ্ধেও এফআইআরের সুপারিশ হয়েছে।বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ তোলার পর নড়েচড়ে বসে কমিশন। পরে ইআরও-দের তলব করার পর জানা যায়, নিজেদের যে আইডি রয়েছে, সেটা শেয়ার করে দিতেন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের। আর সেই আইডি দিয়েই নাম নথিভুক্ত হয়ে যেত। নিয়ম অনুযায়ী, এসডিও বা ডব্লুবিসিএস স্তরের যে কোনও আধিকারিক এই ইআরও হিসেবে কাজ করতে পারেন। বিএলও-রা আবেদন বা নথি গ্রহণ করার পর, তা খতিয়ে দেখেন এই আধিকারিকরা। এরপর অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

বন্যাত্রাণে খিচুড়ি বিলি করলেন মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্তী

গত কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টিতে পুরো দক্ষিণবঙ্গ একরকম প্লাবিত। কলকাতা সহ দক্ষিণের বেশ কয়েকটি জেলার অবস্থা খুবই খারাপ। অন্যদিকে আরামবাগ বন্যাত্রাণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গেছেন প্লাবন পরিস্থিতি পরিদর্শনে। কামারপুকুরে ত্রাণ শিবিরে গিয়ে নিজে হাতে দুর্গতদের পাতে খিচুড়ি পরিবেশন করলেন তিনি। অসহায় পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে কাছে পেয়ে আপ্লুত বাসিন্দারা। আরামবাগ, খানাকুল ছাড়াও পুরশুড়ার ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রাম ও মাঠঘাট জলমগ্ন। গোঘাটের ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম জলমগ্ন হয়েছে নতুন করে। তার ওপর নদীগুলিতে হুহু

করে বাড়ছে জলস্তর।রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি আসলে 'ম্যান মেড'। এ কথা অনেক বার শোনা গিয়েছে মমতার গলায়।

পাশাপাশি বছর দুয়েক আগে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরেও মমতা একই কথা বলেছেন। ২০০০ সালে রাজ্য জুড়ে বন্যার পর মমতা বলেছিলেন 'ম্যান মেড'। ফারাক একটাই, তখন তিনি ছিলেন বিরোধী নেত্রী। আর এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার সমাজমাধ্যমেও 'ম্যান মেড' বন্যার কথা বলেছিলেন মমতা।দামোদরের জলে প্লাবিত হুগলির বেশ কিছু এলাকা। পুরশুড়ার বেশ কিছু জায়গায় জলবন্দি হয়ে পড়েছেন মানুষজন। বেশ কিছু বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে।হুগলির একাধিক গ্রাম জলের তলায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েক হাজার মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়েছেন। জলের তলায় হাজার হাজার বিঘা চাষের জমি। এখন মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে সকলেই খুবই খুশি।

পিএম কিষাণ সম্মান নিধি পোর্টাল

নয়াদিল্লি, ০৫ অগাস্ট, ২০২৫

আবাদযোগ্য জমির মালিকানা রয়েছে, এমন কৃষকদের আর্থিক সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পিএম কিষাণ প্রকল্প চালু করেছে। এর আওতায় প্রতি বছর তিনটি কিস্তিতে প্রাপকদের আধার সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৬ হাজার টাকা করে পাঠানো হয়। যেসব কৃষকের আয়ের পরিমাণ বেশি, তাঁদের একটি অংশকে শর্তসাপেক্ষে এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২০টি কিস্তিতে ৩.৯ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি পাঠানো হয়েছে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

প্রকল্পে কৃষকদের নথিভুক্তিকরণের কাজ এখনও চলছে। পিএম কিষাণ পোর্টাল, পিএম কিষাণ অ্যাপ অথবা সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকরা এই প্রকল্পে নিবন্ধিত হতে পারেন। যাচাই প্রক্রিয়ার পর জমা পড়া আবেদনগুলিতে অনুমোদন দেয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসন।

যোগ্য প্রাপকদের একজনও যাতে বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যৌথ ভিত্তিতে প্রায়শই সম্পৃক্তি কর্মসূচির আয়োজন করে কেন্দ্র। ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার আওতায় এ ধরনের একটি দেশব্যাপী অভিযান শুরু হয়। ঐ সময়ে পিএম কিষাণ – এর আওতায় আসেন আরও ১ কোটি কৃষক। তৃতীয় মোদী সরকারের ১০০ দিন উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে আরও প্রায় ২৫ লক্ষ কৃষককে পিএম কিষাণ – এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চালু হওয়া বকেয়া স্বনিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করার কর্মসূচিতে ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৩০ লক্ষ আবেদনে অনুমোদন দিয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামনাথ ঠাকুর।

সম্পাদকীয়

ফৌজদারি মামলায় বৈদ্যুতিন প্রমাণ

বিচার প্রক্রিয়ার গতি, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ই-সাক্ষ্য, ই-সমন এবং ন্যায় শ্রুতির মতো অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ই-সাক্ষ্যের মাধ্যমে আইনগতভাবে বৈধ ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বৈদ্যুতিনভাবে জমা দেওয়া সম্ভব। এতে প্রামাণ্যতা সুনিশ্চিত হয় এবং সময়ের অপচয় কমে। ই-সমনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে সমন জারি করা হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দ্রুততর, সময় নির্দিষ্ট এবং নজরদারির আওতার মধ্যে রাখা সম্ভব হয়। ন্যায় শ্রুতির মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষী, পুলিশ আধিকারিক, অভিযোগকারী, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ, বন্দী প্রমুখকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি উপস্থিত করা যায়। এক্ষেত্রে মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষা এবং ময়না তদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়ার অ্যাপ্লিকেশনও রয়েছে।

নতুন ফৌজদারি আইনের বিধান অনুসারে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো ২৩টি নতুন কাজ সম্পাদনের জন্য ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিন্যাল ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনের আধুনিকীকরণ করছে। এজন্য তৈরি সফ্টওয়্যার প্যাচগুলি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে।

নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে জানাতে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো 'এনসিআরবি সংকলন অফ ক্রিমিন্যাল লজ' শীর্ষক একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস প্ল্যাটফর্মে এই অ্যাপটি পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ২৫৪ নম্বর ধারা (সুরক্ষার জন্য প্রমাণ), ২৬৫ নম্বর ধারা (অভিযোগের প্রমাণ) এবং ২৬৬ নম্বর ধারায় (আত্মরক্ষার জন্য প্রমাণ) অডিও ভিডিও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া ৫৩০ নম্বর ধারায় সব বিচার, তদন্ত এবং প্রক্রিয়া বৈদ্যুতিন মাধ্যমে করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একাদশ পর্ব)

আবার মন মানুষের মিত্র হতে পারে । "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" মন যদি শুদ্ধ , একাগ্র চিত্ত , নিজ বশীভূত , ভগবৎ পরায়ণ হয়- ত সেই মন মোক্ষের কারন । তাই এই মনকে 'মিত্র' বলা যাবে । কিন্তু মন যদি অশুদ্ধ, চঞ্চল , ইন্দ্রিয় পরায়ণ , ভগবৎ বিমুখ হয়- ত সেই মন নরক গমনের হেতু । এই মন হল শত্রু মন । কশ্যপ মুনি মানব কল্যাণের জন্য ঔষধ আবিস্কারের কথা ভেবেছিলেন- তাই তাঁর মন থেকে দেবীর সৃষ্টি হল । তাই শাস্ত্রের এই শিক্ষা যে, আমাদের সর্বদা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত, ধিক্কার -প্রতিবাদ জানিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি সহ সাংবাদিক ও সম্পাদকের নিরাপত্তার দেওয়ার আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যত দিন যাচ্ছে তত যেন গণতান্ত্রের বিপদগ্রস্তের অবসাদ, সাংবাদিক ও সম্পাদকদের নিরাপত্তা নেই, চলছে অকথ্য অবিচার ,অত্যাচার, অনাচার অমানবিকভাবে জীবনকে হত্যা করার চক্রান্ত। একদিকে অনাহারে মারার চেষ্টা অন্যদিকে গোপনে হত্যা করার চক্রান্ত। এইভাবে বাংলার গণতন্ত্রকে দিনের পর দিন হত্যা করছে অসামাজিক কিছু মানুষ। গণতন্ত্রের চতুর্থ নম্বর স্তম্ভকে বারবার অপমানিত ,লাঞ্ছিত , এবং তাদের কর্মীদের হত্যা করার চক্রান্ত সহ জমি থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা -সবই এই বাংলায় ঘটে চলেছে! আর এসব ঘটনার প্রতিবাদ ধিক্কার জানিয়ে, সম্পাদক সাংবাদিকের নিরাপত্তার দাবি সহ নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানাচ্ছি।

গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আন্তর্জাতিক মানের সাংবাদিক এবং সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম এর জাতীয় সম্পাদক শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সরদার, পিতা শ্রী লালু সরদার বর্তমানে তিনি রোজদিন নামে বাংলা দৈনিক কাগজের সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি একজন লেখক ও কবি, তার লেখা বহু বই বাজারে প্রচলিত রয়েছে। তিনি থাকেন ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের আঠারোবাকি অঞ্চলে হেদিয়া গ্রাম সভায় জীবনতলা থানা এলাকায়। দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি সাংবাদিক ও সম্পাদক এবং লেখক হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তাকে তার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ভাবে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হচ্ছে। কখনো

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

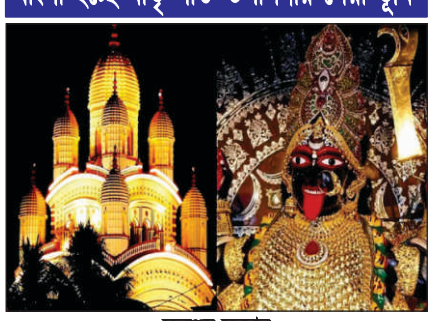

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাতে প্রকৃতির প্রতি কিছু কিছু চোরাগোপ্তা ও প্রকাশ্য অন্তর্ঘাতও আছে, থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ সর্বোপরি সত্য হিসেবে প্রতিভাত। আমরা এখন বজ্রযানের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

১১তম জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস, ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৫ সালের ১১তম জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস উদযাপন আজ কলকাতার জে. ডি. বিরলা ইনস্টিটিউট-এ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মধ্যমানের উদ্যোগ বা MSME ও বস্ত্র বিভাগের তন্তু শাখার যুগ্ম নির্দেশক শ্রী আশীষ নারায়ণ ব্যানার্জি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল ভি. এন. চতুর্বেদী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, শিল্প বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা।

শ্রী ব্যানার্জি তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গে হ্যান্ডলুম খাতে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ১০,০০০-এরও বেশি ওয়ার্কশেড বয়ন শিল্পীদের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে। বিশেষ করে তসর সিল্ক ও মালবেরি সিল্ক ভিত্তিক হ্যান্ডলুমের চাহিদা ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আর-ও জানান, শুধুমাত্র মালদা জেলা থেকেই রাজ্যের মোট রেশম উৎপাদনের প্রায় ১৫% আসে।

তিনি নকশা উন্নয়ন ও পণ্যের বৈচিত্র্যায়নের উপর বিশেষ জোর দেন এবং এ ক্ষেত্রে তন্তুজর অগ্রণী ভূমিকা তুলে ধরেন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বলে তিনি জানান। বস্তুত, রাজ্যে বর্তমানে ৫০০-রও বেশি "প্রাইমারি উইভারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি" সক্রিয়ভাবে শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। পাশাপাশি, পরিবেশবান্ধব রং ব্যবহার, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বিকাশ কর্মসূচি পরিচালিত করা হচ্ছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, NIFT কলকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সহযোগিতায় তন্তো শিল্পে উদ্ভাবন, নকশা উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কাজ এগিয়ে চলেছে।

শ্রী চতুর্বেদী তাঁর বক্তব্যে তাঁতশিল্পের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, স্বাধীনতার আগে ভারতের জিডিপি-র প্রায় ১৪% এই খাত থেকে আসত। তিনি হ্যান্ডলুম শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ও আধুনিক করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তবে, এর ঐতিহ্যও যেন বজায় থাকে, সে দিকেও গুরুত্বারোপ করেন।

অন্যান্য বক্তারা জানান, বর্তমানে মেগা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার প্রোগ্রাম, স্মল ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ও গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি-র মাধ্যমে হ্যান্ডলুম শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে সাতটি সক্রিয় হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার রয়েছে এবং ৬ লক্ষেরও বেশি বুনন শিল্পী এই শিল্পে জড়িত। দক্ষতা উন্নয়নে তিনটি মূল বিভাগ: বুনন (Weaving), নকশা উন্নয়ন (Design Development) এবং মুদ্রণ (Printing)-এ কাজ হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রনিক অ্যাডভান্সমেন্ট মেশিন চালু করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরদের তা ব্যবহারে সহায়তা করা হচ্ছে। বাজারজাতকরণে সহায়তা, কাঁচামালের ভর্তুকি এবং সরকারি প্রকল্পের আওতায়ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি, শিল্পীদের প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা-র আওতায় বিনা খরচে বিমা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, যেসব শিল্পীর সন্তানরা উচ্চশিক্ষা বা বুনন প্রযুক্তি অধ্যয়ন করছে, তাদের আর্থিক সহায়তা ও মুদ্রা যোজনা (MUDRA Scheme)-র মাধ্যমে স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষ হয় ভারতের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য রক্ষা এবং তার সুস্থায়িত্ব ও বাজার উপযোগিতা বৃদ্ধির প্রতি সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

দেশের অর্থনীতিতে সমবায়ের অবদান

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট, ২০২৫

জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে জিডিপি-তে সমবায় ক্ষেত্রের অবদান সম্পর্কে বর্তমানে পৃথকভাবে কোনও তথ্য বা পরিসংখ্যান সেভাবে রাখা হয় না। তবে, ২০১৮ সালে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন (এনসিইউআই)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার ১৩.৩০ শতাংশ। স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার ১০.৯১ শতাংশ।

অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ওয়েব-ভিত্তিক পিএফএমএস রূপায়িত করা হচ্ছে। পিএফএমএস-এর লক্ষ্য ছিল, ভারত সরকারের সমস্ত প্রকল্পে দেয় অর্থ এবং প্রকল্প রূপায়ণের সর্বস্তরে খরচের হিসেব রাখা। কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের সমস্ত স্তরের প্রকল্পের নিবন্ধীকরণ এবং প্রকল্প রূপায়ণের সমস্ত স্তরে পিএফএমএস বাধ্যতামূলক। প্রকল্পের শেষ স্তর পর্যন্ত অর্থব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেতে পিএফএমএস কার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকে।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয়ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা

শ্যামল সাব্যাল, ঢাকা, ৫ আগষ্ট২০২৫

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আজ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায়'৩৬ জুলাই উদ্‌যাপন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেছেন।

এসময় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মঞ্চে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ওএনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই ঘোষণাপত্র হলো২০২৪সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের একটি দলিল,যার মাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয়ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

জুলাই ঘোষণাপত্র নিচে হুবহু তুলে ধরা হলো-

১।যেহেতু উপনিবেশ বিরোধী লড়াইয়ের সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিকতায় এই ভূখণ্ডের মানুষ দীর্ঘ ২৩বছর পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের বঞ্চনাওশোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে ১৯৭১সালের২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল;

২।যেহেতু, বাংলাদেশের আপামর জনগণ দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ভূখণ্ডে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বিবৃত সাম্য,মানবিক মর্যাদাওসামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে;

৩।যেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২

সালের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি, এর কাঠামোগত দুর্বলতা ওঅপপ্রয়োগের ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল এবং গণতন্ত্রওরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন করেছিল;

৪।যেহেতু স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতার মূলমন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে বাকশালের নামে সাংবিধানিকভাবে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে এবং মতপ্রকাশওবিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করে, যার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর দেশে সিপাহি-জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে একদলীয় বাকশাল পদ্ধতির পরিবর্তে বহুদলীয় গণতন্ত্র, মতপ্রকাশওবিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রবর্তনের পথ সুগম হয়,

৫।যেহেতু আশির দশকে সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় বছর ছাত্র-জনতার অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং ১৯৯১ইংসনে পুনরায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

৬।যেহেতু দেশি-বিদেশি চক্রান্তে সরকার পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় ১/১১-এর ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার একচ্ছত্র ক্ষমতা, আধিপত্য ও ফ্যাসিবাদের পথ সুগম করা হয়;

৭।যেহেতু গত দীর্ঘ ষোল বছরের ফ্যাসিবাদী, অগণতান্ত্রিক এবং গণবিরোধী শাসনব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে এবং একদলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অতি উগ্র বাসনা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে সংবিধানের অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পরিবর্তন করা হয় এবং যার ফলে একদলীয় একচ্ছত্র ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়;

৮। যেহেতু শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের দুঃশাসন, গুম-খুন, আইন-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ এবং একদলীয় স্বার্থে সংবিধান সংশোধন ওপরিবর্তন বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয়ওসাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে;

৯।যেহেতু, হাসিনা সরকারের আমলে তারই নেতৃত্বে একটি চরম গণবিরোধী, একনায়কতান্ত্রিক, ওমানবাধিকার হরণকারী শক্তি বাংলাদেশকে একটি ফ্যাসিবাদী, মাফিয়া এবং ব্যর্থ রাষ্ট্রের রূপ দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে;

১০।যেহেতু, তথাকথিত উন্নয়নের নামে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী নেতৃত্বে সীমাহীন দুর্নীতি,ব্যাংক লুট, অর্থ পাচারও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বিগত পতিত দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ ওএর অমিত অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং এর পরিবেশ, প্রাণবৈচিত্র্যও জলবায়ুকে বিপন্ন করে;

১১।যেহেতু শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল, ছাত্রওশ্রমিক সংগঠনসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণ গত প্রায় ষোল বছর যাবৎ নিরন্তর গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করে জেল-জুলুম, হামলা-মামলা, গুম-খুনও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়;

১২।যেহেতু বাংলাদেশে বিদেশি রাষ্ট্রের অন্যায় প্রভুত্ব,শোষণও খরদারিত্বের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের ন্যায়সংগত আন্দোলনকে বহিঃশক্তির তাঁবেদার আওয়ামী লীগ সরকার নিষ্ঠুর শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে;

১৩।যেহেতু অবৈধভাবে ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকার তিনটি প্রহসনের নির্বাচনে (২০১৪, ২০১৮ও ২০২৪ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন) এদেশের মানুষকে ভোটাধিকারও প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করে;

১৪।যেহেতু, আওয়ামী লীগ আমলে ভিন্নমতের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী,শিক্ষার্থী ও তরুণদের নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হয় এবং সরকারি চাকুরিতে একচেটিয়া দলীয় নিয়োগও কোটাভিত্তিক বৈষম্যের কারণে ছাত্র চাকুরি প্রত্যাশীও নাগরিকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের জন্ম হয়;

১৫।যেহেতু বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ওপর চরম নিপীড়নের ফলে দীর্ঘদিন ধরে জনরোষের সৃষ্টি হয় এবং জনগণ সকল বৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই চালিয়ে যায়;

১৬ যেহেতু, সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থার বিলোপওদুর্নীতি প্রতিরোধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ব্যাপক দমন-পীড়ন, বর্বর অত্যাচারও মানবতাবিরোধী হত্যাকাণ্ড চালানো হয়,যার ফলে সারা দেশে দল-মত নির্বিশেষে ছাত্র-জনতার উত্তাল গণবিস্ফোভ গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়;

এবং

১৭।যেহেতু ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে অদম্য ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দল, ধর্মীয়,সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী,শ্রমিক সংগঠনসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ যোগদান করে এবং আওয়ামী ফ্যাসিবাদী বাহিনী রাজপথে নারী-শিশুসহ প্রায় এক হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে,অগণিত মানুষ পঙ্গুত্ব অন্ধত্ব বরণ করে এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ জনগণের গণতান্ত্রিক লড়াইকে সমর্থন প্রদান করে;

১৮।যেহেতু,অবৈধ শেখ হাসিনা সরকারের পতন, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের লক্ষ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে জনগণ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে,পরবর্তী সময়ে ৫ আগস্ট ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ পরিচালনা করে এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক দল,ছাত্র-জনতা তথা সর্বস্তরের সকল শ্রেণি,পেশার আপামর জনসাধারণের তীব্র আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গণভবনমুখী জনতার উত্তাল যাত্রার মুখে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ৫আগস্ট ২০২৪ তারিখে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়;

এবং

১৯। যেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিকও সাংবিধানিক সংকট মোকাবেলায় গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রত্যয় ওপ্রয়োগ রাজনৈতিক ও আইনি উভয় দিক থেকে যুক্তিসংগত, বৈধও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত;

২০।যেহেতু জনগণের দাবি অনুযায়ী এরপর অবৈধ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের মতামতের আলোকে সাংবিধানিকভাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়;

এবং

২১।যেহেতু, বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের ফ্যাসিবাদবিরোধী তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজওরাষ্ট্র বিনির্মাণের অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়;

এবং

২২।সেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ সুশাসনওসুষ্ঠু নির্বাচন, ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ, আইনের শাসন এবং অর্থনৈতিকও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যমান সংবিধানওসকল রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে;

এবং

২৩।সেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ বিগত ষোল বছরের দীর্ঘ ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম কালে এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালীন সময়ে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সংঘটিত গুম-খুন, হত্যা,গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধওসকল ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুণ্ঠনের অপরাধসমূহের দ্রুত উপযুক্ত বিচারের দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে;

এবং

২৪।সেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদদের জাতীয় বীর হিসেবে ঘোষণা করে শহীদদের পরিবার, আহত যোদ্ধা এবং আন্দোলনকারী ছাত্রজনতাকে প্রয়োজনীয় সকল আইনি সুরক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে।

এবং

২৫।সেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ যুক্তিসংগত সময়ে আয়োজিতব্য অবাধ,সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশের মানুষের প্রত্যাশা, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আইনের শাসন ও মানবাধিকার, দুর্নীতি,শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীনও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে।

এবং

২৬।সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছে যে একটি পরিবেশও জলবায়ু সহিষ্ণু অন্তর্ভুক্তিমূলকও টেকসই উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে বর্তমানওভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

এবং

২৭।বাংলাদেশের জনগণ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে যে, ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এর উপযুক্ত রাষ্ট্রীয়ওসাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত সরকারের সংস্কারকৃত সংবিধানের তফসিলে এ ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত থাকবে।

এবং

২৮।৫আগস্ট ২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ী বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে এই ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হলো।

(৪ পাতার পর)

গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত, ধিক্কার -প্রতিবাদ জানিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি সহ সাংবাদিক ও সম্পাদকের নিরাপত্তার দেওয়ার আবেদন

জমি দখল, কখনো পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া, আবার তাকে গোপনে হত্যার চেষ্টা করা। এক কথায় ওই সাংবাদিক এর উপর অন্যায় অবিচার চলছে প্রভাবশালী নেতার মদতে। সমাজ বিরোধীদের প্রতিনিয়ত হুমকি মারধর সহ খুনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আপনাদের কাছে আবেদন ওই সাংবাদিক এর জন্য সরকারি ভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। তার ওপরে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করা হোক। কারণ পুলিশের তদন্তে আমরা সন্তুষ্ট নয়। আমরা দাবী করছি সিআইডি তদন্তের আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে।

না হলে আমরা আগামীতে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো।

মো : বাসিরুল হক

সভাপতি - সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম, পশ্চিম বাংলা ইউনিট

ভাবতা, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

সিনেমার খবর

১০০ মিনি প্রেক্ষাগৃহ করবেন প্রসেনজিৎ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অদূর ভবিষ্যতে নাকি বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছেন কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ছবির উন্নতির স্বার্থে ১০০টি ছোট প্রেক্ষাগৃহ বানাবেন তিনি। এইতো কয়েক দিন আগে এ কথা শোনা গিয়েছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে।

তিনি জানিয়েছেন, জাতীয় স্তরে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চলেছেন প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা প্রসেনজিৎ, যা থেকে উপকৃত হবে বিনোদন দুনিয়া। কর্মসংস্থান হবে বহু মানুষের।

কী ধরনের প্রেক্ষাগৃহ বানাবেন তিনি? মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'মাইক্রো ফরম্যাট'-এ এক একটি প্রেক্ষাগৃহে ৪০-৫০ জন দর্শকের বসার জায়গা থাকবে। এই প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হবে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে, যাতে সব ছবি সব শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

এই খবর সাড়া ফেলেছে টলিপাড়াতেও। ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি চেয়ে, ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছেন আর এক 'ইন্ডাস্ট্রি'।

বিষয়টি নিয়ে নবীনা প্রেক্ষাগৃহের মালিক নবীন চৌখানি, পরিবেশক শতদীপ সাহা ও অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা গণমাধ্যমকে জানান, তারা

তিনজনই ভীষণ খুশি।

নবীন বলেন, "কমতে কমতে সিঙ্গল স্ক্রিনের সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। অনেক দিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে, সেই সংখ্যা বাড়াতে হবে। পুরোটাই আলোচনার স্তরে ছিল। বুম্বাদা অবশেষে তাকে বাস্তবে পরিণত করতে চলেছেন। খুব ভাল লাগছে।"

একই কথা বলেছেন শতদীপও। ছবি পরিবেশনার পাশাপাশি তিনি নিজেও নতুন সিনেমা হল তৈরিতে হাত দিয়েছেন। সেই জায়গা থেকে তার বক্তব্য, "বুম্বাদা (প্রসেনজিৎ) যদি আমাকে তার সঙ্গে নেন, খুব ভাল লাগবে। কারণ, কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহ তৈরির সুবাদে কিছু সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। সেটা তা হলে কাজে লাগাতে পারব।"

ভীষণ খুশি প্রযোজক-অভিনেতা অঙ্কুশ। তিনি সাফ বলেছেন, "আমরা কেবল নানা পরিকল্পনা নিই। বাস্তবায়িত করে ওঠা হয় না অনেক সময়। বুম্বাদা কাজে করে দেখাচ্ছেন।"

অঙ্কুশ জানিয়েছেন, একের পর এক ছবি তৈরি হচ্ছে বাংলা বিনোদন দুনিয়ার স্বার্থে। কিন্তু সেগুলো দেখানোর মতো সঠিক জায়গা নেই। ভাল লাগছে, কেউ একজন দায়িত্ব নিয়ে সেই অভাব পূরণ করতে চলেছেন। সেই জায়গা থেকে তিন জনেই প্রসেনজিৎকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

বলিউডে এমন কেউ নেই, যাকে মনের কথা বলতে পারি: প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ঝলমলে দুনিয়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকে যে কঠিন বাস্তবতা তা নিয়ে এবার মুখ খুললেন বলিউড ও হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। খ্যাতি, গ্ল্যামার আর রঙিন আলোয় ভরা এই ইন্ডাস্ট্রির পেছনে যে কতটা নিঃসঙ্গতা কাজ করে, সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি।

এক পুরনো সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের এক আবেগঘন সময় তুলে ধরেন প্রিয়াঙ্কা। জানান, ২০০৫ সালে যখন তিনি বোস্টনে ছিলেন, তখন তার বাবা অশোক চোপড়া লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাবার পাশে থাকার সেই দিনগুলো ছিল একদিকে মানসিকভাবে কষ্টের, অন্যদিকে বলিউডের চূড়ায় অবস্থান করেও একাকিত্বে ভোগার দিন।

প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'বলিউডে আমার লক্ষাধিক পরিচিত মুখ আছে, কিন্তু এমন একজনও বন্ধু নেই যাকে রাতে ফোন করে মন খুলে কথা বলতে পারি।'খ্যাতি যত বেড়েছে, একাকিত্বও ততই গভীর হয়েছে বলে জানান এই ফ্যাশন তারকা।

সেই সময় প্রিয়াঙ্কার ক্যারিয়ারে ছিল একের পর এক হিট ছবি- 'ব্লাফ মাস্টার', 'ডন', 'কৃশ', 'অন্দাজ'-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করে পেয়েছেন দর্শকপ্রিয়তা। শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, হৃতিক রোশন ও অক্ষয় কুমারের মতো সুপারস্টারদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁর ঝুলিতে।

তিনি বলেন,'এই ইন্ডাস্ট্রিতে যত উপরে উঠবেন, তত বেশি একা লাগবে। মাঝে মাঝে মনে হতো, হয়তো একদিন একা একা মরে যাব, পাশে কেউ থাকবে না।' তাঁর মতে, অনেকেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শেখেনি, যেটা আরও কঠিন করে তোলে সম্পর্কগুলিকে।

বর্তমানে স্বামী নিক জোনাস ও কন্যা মালতীর সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলসে বসবাস করলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের বড় একটি অংশ এখনও ভারতেই পড়ে আছে। হলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করলেও, নিজের শিকড়ের কথা ভুলে যাননি তিনি।

বাবার কথা যদি একটু শুনতাম, অতীত নিয়ে অনুতপ্ত সালমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের 'ভাইজান' খ্যাত সালমান খান এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের এক আবেগঘন পোস্টে ভক্তদের চমকে দিলেন। পোস্টে উঠে এসেছে অনুশোচনা, উপলব্ধি আর জীবনের ভুল থেকে শেখার খোলা স্বীকারোক্তি। জানিয়েছেন, যদি বাবার উপদেশগুলো আরও আগেই মন দিয়ে শুনতেন, তাহলে জীবন হয়তো অন্যরকম হতে পারত।

শনিবার (২৭ জুলাই) নিজের একটি ছবি শেয়ার করে সালমান লেখেন,'বর্তমান কখনও অতীত হয়ে ওঠে, আর অতীত কখনও ভবিষ্যতের সঙ্গে জুড়ে যায়। বর্তমানটাই আসল উপহার তাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করো। ভুল করো না। বারবার করা ভুল এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়। কাউকে দোষ দিও না। কেউ কখনও তোমাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না, যা তুমি নিজে থেকে

করতে চাও না।'

পোস্টে আরও যোগ করেন, 'আমার বাবা (সেলিম খান) আমাকে এই কথাগুলো বলেছিলেন। এগুলো খুবই সত্যি কথা। যদি আমি আগেই শুনতাম, তাহলে জীবনটা অনেকটাই আলাদা হতো। তবে এখনও খুব দেরি হয়ে যায়নি।'

সালমানের এই মন্তব্য ঘিরে বলিপাড়ায় শুরু হয়েছে গুঞ্জন ঠিক কী নিয়ে এত অনুশোচনা তার?

বলিউড ক্যারিয়ারের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নানা বিতর্ক ও আইনি জটিলতা ঘিরে সালমান খান প্রায়ই শিরোনামে থেকেছেন। ১৯৯৮ সালের কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলা, ২০০২ সালের হিট অ্যান্ড রান কাণ্ড, এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম ও সম্পর্কের টানাপোড়েন। সব মিলিয়ে পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন তিনি।

তারকা জীবনযাপনের আড়ালে থাকা এসব জটিলতা কি আজ তাঁকে আরও পরিণত করে তুলেছে? বাবার দেওয়া উপদেশ এখন হয়তো তাই নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে 'দাবাং' অভিনেতাকে।

প্রসঙ্গত, সালমান খান এখনো বলিউডের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় তারকাদের একজন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তার সিনেমা যেমন 'টাইগার ৩' বক্স অফিসে মাঝারি সাফল্য পায়, তেমনি পর্দার বাইরেও দেখা যাচ্ছে আরও সংবেদনশীল ও আত্মবিশ্লেষণী এক সালমানকে।

সিরাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে : অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ ড্র করার পেছনে অনন্য অবদান রেখেছেন মোহাম্মদ সিরাজ। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ভারতের ছয় রানের রোমাঞ্চকর জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন এই ডানহাতি পেসার। সেই পারফরম্যান্সের পর সিরাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাবেক অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সিরাজকে ভারতীয় টেস্ট দলের সম্ভাব্য নম্বর ১ বোলার হিসেবে যত্ন সহকারে গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন তিনি।

ভারতের একমাত্র পেসার হিসেবে সিরিজের পুরো পাঁচটি ম্যাচই খেলেছেন সিরাজ। পুরো সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিও সিরাজ। ২৩টি উইকেট নিয়েছেন এই ডানহাতি বোলার। ওভালে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে ৯ উইকেট তুলে নেন, যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ছিল পাঁচ উইকেট। বুমরাহর অনুপস্থিতিতে ভারতের পেস আক্রমণের তুরুপের তাস ছিলেন তিনি।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সিরাজকে নিয়ে অশ্বিন বলেন, আমরা মোহাম্মদ সিরাজকে চিনতেই পারিনি। এখন সময় এসেছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার। সে আবারও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, একটা বড় বার্তা দিয়েছে। ওর উদযাপন দেখলেই বোঝা যায় ও যেন বলতে চাইছে, 'এটা ট্রেলার না, এটা পুরো সিনেমা। সে যেন বলছে, আমাকে ম্যাচ উইনার হিসেবে বিবেচনা করুন। ও আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে সে একজন চ্যাম্পিয়ন বোলার। তার অ্যাকশন, টেকনিক আর পরিশ্রম তাকে একটানা পাঁচ টেস্ট খেলার সামর্থ্য দিচ্ছে।

সিরিজজুড়ে সিরাজ করেছেন ১৮৭ ওভার, যা ছিল এই সিরিজে কোনো বোলারের সর্বোচ্চ। অশ্বিন বলেন, সিরাজ এখন আর তরুণ নয়। টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত তাকে অপ্রয়োজনীয় ম্যাচগুলো থেকে বিশ্রাম দেওয়া। সে হতে পারে আমাদের প্রধান টেস্ট বোলার, হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্র। আমাদের বোলিং আক্রমণ আবার নতুনভাবে গড়তে হবে। আমাদের আছে আকাশ দীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আর্শদীপ সিং। তবে সিরাজের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই এই আক্রমণ গড়ে তুলতে হবে।

রোনালদোর দেখানো পথে আল নাসরে ফেলিক্স

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পথেই হাঁটছেন তারই স্বদেশী ফুটবলার জোয়াও ফেলিক্স। রোনালদোর ক্লাব আল নাসরে যোগ দিচ্ছেন ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। গত গ্রীষ্মে স্থায়ী চুক্তি করা পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডকে ৪ কোটি ৪০ লাখ পাউন্ডে সৌদি প্রো লিগ ক্লাবের কাছে বিক্রি করছে চেলসি। এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম স্কাইস্পোর্টস।

২০২৩ সালে লোনে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে চেলসিতে আসেন ফেলিক্স। সাড়ে চার কোটি পাউন্ডে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে স্থায়ী চুক্তি করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। কিন্তু লোনে খেলার সময় তো বটেই, স্থায়ী হয়েও শুরুর লাইনআপে জায়গা ধরে রাখতে ভুগেছেন তিনি।

গত মৌসুমের শেষ ভাগে এসি মিলানে ধারে খেলেন ফেলিক্স। সেখানে ১৯ ম্যাচে করেন ৩ গোল। গণমাধ্যমের খবর, তাকে ইতালিতে স্বল্প সময়ে পাঠিয়েও ৫০ লাখ পাউন্ড আয় করেছিল চেলসি।

বেনফিকা ফেলিক্সকে ফেরানোর আগ্রহ দেখায়। কিন্তু আল নাসর তাদের স্কোয়াড শক্তিশালী করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে উচ্চ দামে ফেলিক্সকে কিনছে। সৌদি প্রো লিগ জয়ের আশায় ইতোমধ্যে তারা রোনালদোর চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছে। এছাড়া, তাদের কোচও পর্তুগিজ, হোর্হে জেসুস।

রদ্রিগোর জন্য ১২০ মিলিয়ন ইউরোর রেকর্ড প্রস্তাব!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গ্রীষ্মকালীন দলবদল বাজারে বড়সড় চমক নিয়ে আসতে চলেছে ইংলিশ ক্লাব লিভারপুল। স্প্যানিশ গণমাধ্যম ফিচাখেস জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তরুণ তারকা রদ্রিগোর জন্য ১২০ মিলিয়ন ইউরোর বিশাল প্রস্তাব প্রস্তুত করছে ক্লাবটি।

২৪ বছর বয়সী রদ্রিগোকে সামনে রেখে নতুন করে দল গড়ার পরিকল্পনা করছে লিভারপুলের নতুন কোচিং স্টাফ। তার গতি, ড্রিবলিং দক্ষতা, গোল করার সক্ষমতা এবং বহুমুখী খেলোয়াড়ী চরিত্র আক্রমণভাগে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে এমনটাই বিশ্বাস ক্লাবটির।

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে নিয়মিত মাঠে নামলেও কিলিয়ান এমবাপ্পে ও এনদ্রিকের আগমন রদ্রিগোর অবস্থানকে কিছুটা অনিশ্চিত করে তুলেছে। সেই সুযোগটিই কাজে লাগাতে চাইছে লিভারপুল।

সূত্র বলছে, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে রদ্রিগো হবেন লিভারপুলের ইতিহাসে অন্যতম দামি খেলোয়াড়।

শুধু তাই নয়, এটি ইউরোপীয়ান ফুটবলের সাম্প্রতিক ইতিহাসেও আলোচিত দলবদল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

রিয়াল মাদ্রিদ ইতোমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে, উপযুক্ত প্রস্তাব এলে তারা রদ্রিগোর বিষয়ে ভাবতে পারে। যদিও ক্লাবটি তাকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে, তবে বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি ভবিষ্যতের স্কোয়াড গঠনে সহায়তা করতে পারে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

রদ্রিগো এখনও এই গুঞ্জন নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি। তবে প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ক্লাবের আগ্রহ এবং লিভারপুলের জোরালো পদক্ষেপ তাকে ঘিরে দলবদলের নাটককে আরও জোরদার করে তুলেছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR